বাজেট

চমকের বাজেট হয়তো নয়

কিন্তু তাতে কী? উন্নয়ন চাইলে অপেক্ষা করতে হয়। চটজলদি সাফল্য পাওয়া যায় না।

অরিন্দম বণিক

ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য বজায় রেখে ২০১৬ অবধি ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপিত হত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির শেষ কার্যদিনে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। এই সূত্র থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপনের দিন হবে পয়লা ফেব্রুয়ারি। এবার আলাদা করে রেল বাজেট নেই। রেল বাজেটকে জাতীয় বা সাধারণ বাজেটের ভিতরেই অন্তর্গত করা হয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামো প্রধানত দু'ভাবে বিচার করা যেতে পারে। এক, চাহিদার দিক থেকে ও দুই, জোগানের দিক থেকে। চাহিদা মানেই হচ্ছে জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা। একটি দেশের জনগোষ্ঠী এই প্রেক্ষাপট তৈরি করে প্রধানত চাকরি কিংবা বিভিন্নভাবে উপার্জিত অর্থ থেকে। অর্থনীতিতে জোগানের পূর্বশর্তই হচ্ছে পরিকাঠামোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। একটি দৃষ্টান্ত থেকে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক, একজন কৃষক তাঁর চাষ করা কোনও একটি শস্যের যদি ভাল মূল্য পান, পরের বছর স্বাভাবিকভাবে ওই কৃষকই পূর্ববর্তী বছরের শস্যটিই চাষ করবেন। কেননা, পূর্ববর্তী বছরে সেই শস্যটির ভাল চাহিদা ছিল। কিন্তু পরের বছর অনুন্নয়নজনিত নানা সমস্যার কারণে সার্বিক পরিকাঠামো অপর্যাপ্ত হয়ে পড়তে পারে। ফলে শস্যের মূল্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। অর্থাৎ, পরের বছর চাহিদার সঙ্গে জোগানের ব্যবস্থার সামঞ্জস্য না-ও থাকতে পারে। এ সমস্যা ভারতের ক্ষেত্রে যুগযুগান্ত ধরে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী সব সরকারেরই এদিকে নজর ছিল কম। কয়েকটি শহরের চাকচিক্য বাড়িয়ে বাহবা কুড়িয়েছে বিভিন্ন সরকার। এজন্য অর্থ জুগিয়েছেন কিন্তু এই জনগোষ্ঠীই। এঁরাই বিনিয়োগ করেছেন সরকারি বন্ডে কিংবা কর প্রদান করে। আর বিভিন্ন সরকার মহানন্দে শহুরে জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করে এসেছে।

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর এ বছরের বাজেট উপরোক্ত প্রেক্ষাপট থেকেই। ভারতে চাহিদা বৃদ্ধির মন্ত্র কী হতে পারে? উত্তর সহজ— জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা কিংবা উপার্জনের উৎস বাড়ানো। এর অর্থই হচ্ছে, 'গাঁও-গেরামের দিকে তাকাও'। অর্থমন্ত্রী মনে করেন পশ্চাদগামী অঞ্চলে এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে ধন বিতরণ ও বিনিয়োগ করলে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে জনগোষ্ঠীর। ফলে অন্য সেক্টর বা খাতগুলি, যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেবা খাতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। সুতরাং উপার্জন কৃষিক্ষেত্র থেকে বেড়ে অন্য খাতগুলিকেও প্রভাবিত করতে পারে। কী করে? কৃষকের উপার্জন বাড়িয়ে তুললে সে ভাল জামাকাপড় পরবে, মোবাইল হ্যান্ডসেট কিনবে, সিনেমা দেখবে। সেবাখাত বা ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে তখন অবস্থা হতে পারে রমরমা। বলাবাহুল্য, ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে এই দুটো খাতের সম্পর্ককে ঘিরে। খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, অপর্যাপ্ত কৃষিঋণ, শস্যের অনুপযুক্ত মূল্য চাষিকে টালমাটাল করে তোলে। এ থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যান্য খাত। এসব সমস্যা সামনে রেখেই এই বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে বন্টন বেড়েছে। এই অর্থ প্রধানত খরচ হবে কৃষিঋণে, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণে এবং শস্যবিমা খাতে। অনিশ্চয়তার জন্য শস্যবিমার প্রসঙ্গেই আসা যাক। ২০১৮ সালে এই পরিকল্পনার অধীনে ৪০% চাষিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর অবধি সারা ভারতের ২৬.৫% চাষি এই পরিকল্পনার অধীনে এসেছেন। এ ছাড়া কৃষি বিপণনের জন্য ই-নাম (e-NAM) ব্যবহারের সম্প্রসারণ ঘটবে। এই মুহূর্তে ১৭টি রাজ্য এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেট কমিটি অ্যাক্ট সংশোধন করেছে। এই সব রাজ্যে এতে উপকৃত হবে। এপিএমসি অ্যাক্ট বলতে কী বোঝায়? এই অ্যাক্ট অনুযায়ী চাষিরা তাঁদের কৃষিপণ্য কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য থাকবেন না। সেই সঙ্গে খাদ্যজাত পণ্য অবশ্যই বাজারে অকশনের মাধ্যমে বিক্রি হবে। পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লিতে এপিএমসি অ্যাক্টের এ পর্যন্ত কোনও সংশোধন হয়নি। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 'ই-নাম' সফ্‌টওয়্যার চেয়েছে।

> **ভারতে চাহিদা বৃদ্ধির মন্ত্র কী হতে পারে? উত্তর সহজ। অর্থাৎ, জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা কিংবা উপার্জনের উৎস বাড়ানো।**

পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ কৃষিক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবেই পশ্চাদগামী। বিগত সরকারের বাজেটে 'সবুজ বিপ্লব' নামে কিছু অর্থের সংস্থান থাকত। এ বছর সে প্রস্তাব নেই। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর পশ্চাদগামীতার প্রধান কারণ হচ্ছে বন্যা, শস্যহানি এবং সেই সঙ্গে একর-প্রতি কম উৎপাদন। দিল্লির নীতিনির্ধারকগণ এ নিয়ে বিশেষ ভাবেননি। জোগানের দিক ঠিক রাখার জন্য পরিকাঠামো খাতে জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার ভাবছে এই খাতে গুরুত্ব দেওয়া হলে পণ্যের জোগানের দিক থেকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কমবে। এতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫.১ ট্রিলিয়ন টাকা। মনে করা হচ্ছে এতে রেল এবং সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। আর্থিক দিক থেকে সরকার এ বছর মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে। বিশ্ববাজারে তেলের দাম কম। সুতরাং আমদানির অঙ্ক আশাব্যঞ্জক। উপরন্তু বিমুদ্রায়নের জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার খানিকটা কম হবে বলে ধরে নেওয়া হলেও দীর্ঘমেয়াদে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। উপরন্তু নতুন কর আরোপের মাধ্যমে কিছুটা আর্থিক সংস্থান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজকোষ ঘাটতি মোট আয়ের ৩.২% বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অনেকে মনে করছেন, এই হার ৩%-এর মধ্যে থাকলেই সুবিধে হত। অনেকে এ-নিয়ে রাজস্ব একীকরণের (fiscal consolidation) কথা বলেছেন।

এটা সম্ভবত এই মুহূর্তে সমস্যার নয়। অর্থনৈতিক বিজ্ঞজনেরা বলেন, উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজকোষ ঘাটতি স্বাভাবিক থাকে যদি ব্যয় উৎপাদনমুখী হয়। বর্তমান বাজেটের প্রেক্ষাপটে অনুৎপাদনমুখী ব্যয়ের কথা বলা হয়নি। জোর দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ওপর। ভোগব্যয়ের প্রসঙ্গেই আসা যাক। একটি আয়ের গ্রুপে (পাঁচ লক্ষের নিচে) আয়কর ১০% থেকে কমে ৫%-এ গিয়ে দাঁড়াবে। এতে ভোগব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অন্যান্য খাত যেমন, অটোমোবাইল, সিমেন্ট এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উপকৃত হবে। একটি সমীক্ষা বলছে, উপস্থিত ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেলে ২০১৮ সালে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭.৪%-এ পৌঁছে যেতে পারে।

সমস্যা হতে পারে অন্যদিক থেকে। উন্নত বিশ্ব এখন সংরক্ষণবাদের পক্ষে মুখর। ফলে পণ্য রপ্তানি এবং বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি খাত এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আউটসোর্সিং ব্যবসার ক্ষতি হলেও নিয়োগ কমছে। ভোগব্যয়ও কমে যেতে পারে। এ ধরনের অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাবেননি অর্থমন্ত্রী। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে চিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে মানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার। বর্তমানে শিক্ষিতের হার হয়তো বাড়ছে, কিন্তু তাঁদের নিয়োগের জন্য বাজার-কেন্দ্রিক যোগ্যতা নেই। বিজ্ঞজনেরা বলেন, গ্রামে-গ্রামে আইআইএম কিংবা আইআইটি বাড়িয়ে নিয়োগযোগ্য শিক্ষিতশ্রেণি তৈরি অসম্ভব। জোর দেওয়া হোক নিয়োগযোগ্যতার দিকে।

বর্তমান বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বন্টন ব্যবস্থা সেই অনুযায়ীই হওয়া উচিত ছিল। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। এ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে উচ্চশিক্ষার প্রধান ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এজন্য আর্থিক সংস্থান নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

অনেকে বলছেন, বাজেটে চমক নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, উন্নয়নের কথা বললে অপেক্ষা করতে হয়। চটজলদি সাফল্য পাওয়া দুষ্কর। এ জন্য একটু অপেক্ষা করতে আপত্তি কোথায়?

বাক্সবন্দি: বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি